নেকাহ ও জানাজা

তত্ত্ব

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতে অদ্দীন, এমামোল হোদা, হাদিয়ে জামা'ন, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সূফী জনাব, আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ ও ফকিহ্ আলহাজ্জ্ব

হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

মোহাম্মদ শরফুল আমিন সাহেব

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ ''নবনূর কম্পিউটার

ও

প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫ম সংস্করণ ১৪১৬

মূদ্রণ মূল্য- ২০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

الحمد لله رب العٰلمين والصلوة و السلام على رسوله
محمد و اٰله وصحبه اجمعين

নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

।। হারাম স্ত্রীলোকদিগের বিবরণ ।।

নিম্নোক্ত স্ত্রীলোকগুলির সহিত পুরুষের নিকাহ করা হারাম। মাতা, দাদি, (পিতামহী) নানী (মাতামহী) এইরূপ যত উর্দ্ধে যাউক। কন্যা, পুৎনী (পৌত্রী) নাৎনী (দোহিত্রী) এইরূপ যত নিম্নে আসুক। তিন প্রকার ভগ্নি (সহোদরা) ভগ্নি, বৈমাত্রেয়া ভগ্নি ও বৈপিত্রীয়া ভগ্নি ভাগিনেয়ীর, ভাগিনেয়ীর কন্যা, ভাইঝি (ভ্রাতুষ্পুত্রী) এইরূপ যতই নিম্নে আসুক। তিন প্রকার ফুফু অর্থাৎ পিতার সহোদরা ভগ্নী, বৈমাত্রেয়া ভগ্নী ও বৈপিত্রীয়া ভগ্নী এইরূপ পিতার, দাদার, পরদাদার মাতার বা নানীর তিন প্রকার ফুফু, এইরূপ যতই উর্দ্ধে যাউক। তিন প্রকার খালা অর্থাৎ মাতার সহোদর ভগ্নী, বৈমাত্রেয়া ভগ্নি ও বৈপিত্রীয়া ভগ্নী, পিতা ও মাতার তিন প্রকার খালা। শ্বাশুড়ি, দাদী শ্বশুড়ি, নানী শ্বাশুড়ী এইরূপ যতই উর্দ্ধে যাউক। যে স্ত্রীর সহিত সহবাস করা হইয়াছে তাহার অন্য পক্ষের কন্যা, পুৎনি ও নাৎনী এইরূপ যতই নিম্নে আসুক। পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূ (পোতার বউ) দোহিত্রবধু (নাৎনী বউ) এইরূপ যতই উর্দ্ধে যাউক। যদি কেহ নয় বৎসর বা তর্দ্দ্ধ বয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করে, তবে এই স্ত্রীলোকটির মাতা দাদি, নানী, যতই উর্দ্ধে যাউক, ইহার কন্যা ও নাৎনী যতই নিম্নে আসুক, উক্ত পুরুষের প্রতি হারাম হইবে। এইরূপ উক্ত ব্যভিচারী পুরুষের পিতার, দাদার পুত্রের, পৌত্রের, প্রতি এই ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকটি হারাম হইবে। যদি কেহ নয় বৎসর অথবা তর্দ্দ্ধ

বয়স্কা স্ত্রীলোককে কামভাবে স্পর্শ করে, অথবা কাম ভাবে তাহার লিঙ্গের মধ্যদেশে দৃষ্টিপাত করে, তবে এই স্ত্রীলোকটির মাতা, দাদি, নানি, কন্যা, ও নাৎনী ইহার প্রতি হারাম হইবে এবং এই স্ত্রীলোকটি ঐ পুরুষের পিতা,দাদা, পুত্র বা পৌত্রের প্রতি হারাম হইয়া যাইবে। (আলমগিরি)।

যদি কেহ পুত্রবধূর সহিত ব্যভিচার করে, তবে পুত্রের পক্ষে তাহার ঐ স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া যাইবে। (আলমগিরি ও শামি)।

যদি কেহ শ্বাশুড়ির সহিত ব্যভিচার করে বা কামভাবে তাহাকে চুম্বন কিম্বা স্পর্শ করে, তবে তাহার স্ত্রী তাহার পক্ষে চিরতরে হারাম হইয়া যাইবে। (আলমগিরি ও শামি)।

যদি কেহ স্ত্রী বর্তমানে তাহার ভগ্নির সহিত নিকাহ করে, তবে এই দ্বিতীয় নেকাহ বাতীল হইবে। যদি নেকাহ অন্তে তাহার সহিত সহবাস না করিয়া থাকে, তথাচ প্রথম স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হারাম হইয়া যাইবে। অবশ্য দ্বিতীয় ভগ্নিকে ত্যাগ করিলে, প্রথম স্ত্রী হালাল হইবে। আর যদি দ্বিতীয় ভগ্নীর সহিত সহবাস করিয়া থাকে, তবে যতক্ষণ ইহাকে ত্যাগ না করে এবং এদ্দত গত না হয় ততক্ষণ প্রথমা স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হালাল হইবে না। (কাজিখান, আলমগিরি ও শামি)।

এক সময় চা'রের অধিক নেকাহ করা হারাম। এই চারিটি স্ত্রীর একটিকে তালাক দিলে যতক্ষণ না ইহার এদ্দত গত হইবে, ততক্ষণ অন্য নিকাহ করা হারাম। (শরেহ বেকাইয়া)আড়াই বৎসরের অধিক বয়স্কা না হয় এইরূপ বালিকাকে কোন স্ত্রীলোক স্তন্য -দুগ্ধ পান করাইলে উক্ত স্ত্রীলোকটি এতদুভয়ের দুধমাতা এবং তাহার স্বামী ইহাদের দুধপিতা হইবে, তাহার পুত্র কন্যাগণ ইহাদের দুধভাই হইবে। উক্ত দুধপিতার ভ্রাতা ভগ্নী ইহাদের দুধচাচা ও দুধ ফুফু হইবে। উক্ত দুধ মাতার ভাই ভগ্নী ইহাদের দুধমাতা ও দুধখালা হইবে। এইরূপ দুধ পিতারর পিতামাতা ও দুধমাতার পিতামাতা পর পর ইহাদের দুধদাদা, দুধদাদি, দুধনানা ও দুধনানী হইবে। দুধ পুত্রের পক্ষে দুধমাতা দুধনানী, দুধদাদি, দুধখালা, দুধফুফু, দুধভগ্নী হারাম হইবে। দুধ কন্যার পক্ষে দুধপিতা দুধদাদা দুধচাচা দুধমামু ও

দুধভাই হারাম হইবে। দুধপিতার পক্ষে দুধ-পুত্রের স্ত্রী, তাহার কন্যা ও নাৎনী হারাম হইবে। (আলমগিরি)।

ইসলামচ্যুত (মোরতাদ) পুরুষের সহিত ইমানদার স্ত্রীলোকের বা ইমানদার পুরুষের সহিত মোরদাত (ইসলাম ত্যাগকারিণী) স্ত্রীলোকের নেকাহ জায়েজ হইবে না। (আলমগিরি)।

অপরের স্ত্রীর সহিত নেকাহ করা হারাম।

যদি কেহ আপন স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, পৃথক পৃথক সময়ে ক্রমান্বয়ে তিন তালাক দিয়ে থাকুক, অথবা একই সময়ে তিন তালাক দিয়া থাকুক, তবে উক্ত স্ত্রী তাহার পক্ষে একেবারে হারাম হইয়া যাইবে। যদি এই স্ত্রীলোকটি তালাকের এদ্দত অন্তে অন্য নিকাহ করে এবং এই দ্বিতীয় স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম করে, তৎপরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় অথবা ইহাকে তালাক দেয়, অবশেষে মৃত্যু বা তালাকের এদ্দত শেষ হয়, তবে প্রথম স্বামী তাহার সহিত নিকাহ করিতে পারে, যতক্ষণ উপরোক্ত শর্তগুলি পাওয়া না যায়, ততক্ষণ এই স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর সহিত কিছুতেই নিকাহ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে তালাক দিলাম, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, এইরূপ বলিলে ফৎয়াদাতার ফৎয়ায় তিন তালাক হইবে। আমি তোমাকে তিন তালাক দিলাম বলিলে তিন তালাক হইয়া যাইবে। যদি তিন মাসে পৃথক পৃথক ভাবে এক একবার করিয়া তালাক রাজয়ি বা বাএন দেয়, তবে উহাতেও তিন তালাক হইয়া যাইবে। আমি তোমাকে তালাক দিলাম বলিলে অথবা তোমাকে এক তালাক দিলাম কিম্বা তোমাকে রাজয়ি তালাক দিলাম বলিলে, এক তালাক হইবে। এদ্দতের মধ্যে বিনা নেকাহ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে, এদ্দত অন্তে নিকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে, এদ্দত অন্তে লইতে হইলে নিকাহ করিয়া লইবে, আমি তোমাকে তালাক বাএন দিলাম বলিলে নিকাহ ভঙ্গ হইয়া যায়, স্বামী ইচ্ছা করিলে এদ্দতের মধ্যে অথবা এদ্দতের পরেও নিকাহ করিয়া তাহাকে লইতে পারে কিন্তু তিন তালাক দিলে একেবারে হারাম হইয়া যাইবে। (আলমগিরি, কাজিখান, হেদাইয়া ও শামি)।

স্বামীহীনা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের এদ্দত শেষ না হইলে অন্য লোকের

সঙ্গে নিকাহ করা হারাম। গর্ভিণী স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে অথবা স্ত্রীলোকটি তালাক প্রাপ্তা হইলে সন্তান প্রসবকাল অবধি তাহাকে এদ্দত পালন করিতে হইবে। প্রসব অন্তে নেকাহ করা হালাল হইবে। গর্ভিণী ব্যতীত নাবালেগা ও বৃদ্ধা সকল প্রকার স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর চার মাস দশ দিবস এদ্দত পালন করিবে। নিকাহ অন্তে স্বামী যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম বা নির্জ্জনবাস করে নাই এরূপ স্ত্রীকে তালাক দিলে, তাহাকে এদ্দত পালন করিতে হইবে না। আর যদি স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম বা নির্জ্জনবাস করিয়া থাকে, তৎপরে তাহাকে তালাক দিয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রীলোকটি নাবালেগা বা ঋতুহীনা বয়ঃবৃদ্ধা হইলেও তিন মাস কাল এদ্দত পালন করিবে। আর ঋতুবতী হইলে তিন ঋতু (হায়েজ) অবধি এদ্দত পালন করিবে। দোর্রোল মোখতার, শামি ও আলমগিরি)।

কোরআন শরীফে এদ্দতের মধ্যে নিকাহ করা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ আছে, বরং এদ্দতের মধ্যে নিকাহ করার কথা স্পষ্টভাবে উত্থাপন করাই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পাঠক, মনে রাখিবেন এদ্দতের মধ্যে নিকাহ করা হালাল জানিলে কাফের হইতে হয়, যে খতিব ও সাক্ষীগণ উহা হালাল বোধে সম্পাদন করিয়া দিবে, তাহারা কাফের হইয়া যাইবে, তাহাদের স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। যদি হারাম বোধে উহা সম্পাদন করিয়া দেয়, তবে মহা পাপী হইবে।

যদি কোন বিধবা বা অবিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যভিচার করার জন্য গর্ভিণী হইয়া থাকে, তবে তাহাকে নেকাহ দেওয়া জায়েজ হইবে, কিন্তু যাহার দ্বারা গর্ভ হইয়াছে, সেই লোক তাহার সহিত নিকাহ করিলে সন্তান প্রসবের অগ্রেও তাহার সহিত সঙ্গম করিতে পারিবে, আর অন্য লোক তাহার সহিত নিকাহ করিলে সন্তান প্রসব অবধি তাহার সহিত সঙ্গম করিতে পারিবে না। (দোর্রোল- মোখতার ও আলমগিরি)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

।। বালেগ ও বালেগা হওয়ার লক্ষণ ।।

পুরুষ লোকের স্বপ্নদোষ (এহেতেলাম) হইলে বা বীর্য্যস্খলিত হইলে অথবা তাহা কর্ত্তৃক কোন স্ত্রীলোক গর্ভিণী হইলে, তাহাকে বালেগ ধরিতে হইবে। স্ত্রীলোকের ঋতু (হায়েজ) স্বপ্নদোষ অথবা গর্ভ সঞ্চার হইলে তাহাকে বালেগা ধরিতে হইবে। পুরুষ লোক ১২ বৎসরের কমে ও স্ত্রীলোক ৯ বৎসরের কমে বালেগ বালেগা হইতে পারে না। (হেদায়া ও দোর্রোল মোখতার)।

কাফি কেতাবে লিখিত আছে যে, যদি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলি প্রকাশিত না হয়, তবে পনের বৎসর বয়সে উভয়কে বালেগ ও বালেগা ধরিতে হইবে, ইহাই ফতোয়া গ্রাহ্য মত। (কেফাইয়া)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

।। নিকাহ সংক্রান্ত অলিগণের বিবরণ।।

নাবালেগ পুত্র কন্যার অলি প্রথমে পিতা, তৎপরে দাদা, তৎপরে পরদাদা হইবেন। অভাব পক্ষে পরেপরে সহোদর ভ্রাতা বৈমাত্রীয় ভ্রাতা, সহোদরা ভ্রাতার পুত্র, এইরূপ পরেপরে তাহার পৌত্রগণ।

তদাভাবে পরেপরে পিতার সহোদর ভ্রাতা (আপন চাচা) পিতার বৈমাত্রীয় ভ্রাতা (সৎচাচা) পরেপরে তাহাদের পুত্রগণ এরূপ যত নিম্নে আসুক, দাদার (পিতামহের) সহোদর ভ্রাতা, দাদার (পিতামহের) বৈমাত্রেয় ভ্রাতা,, পরেপরে তাহাদের পুত্রগণ পৌত্রগণ পরদাদার সহোদর ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পরেপরে তাহাদের পুত্র, পৌত্রগণ। উপরোক্ত অলিগণকে আছাবা বলা হয়। (আলমগিরি ও কাজিখান)।

উন্মাদিনী বিধবা বালেগা স্ত্রীলোকের অলি পথমে পুত্র, তৎপরে পৌত্র তৎপরে পিতা, পিতামহ হইবে (আলমগিরি)।

যদি উপরোক্ত আ'ছাবা শ্রেণীর অলি বর্ত্তমানে না থাকে, তবে পরপরে মাতা, দাদি, নানি, সহোদরা ভগ্নী, বৈমাত্রীয়া ভগ্নী বৈপিত্রীয়া ভাই ভগ্নী, তাহাদের

পুত্র কন্যাগণ অলি হইবে। (দোর্রোল- মোখতার)।

যদি উপরোক্ত প্রকার অলি না থাকে, তবে পরেপরে ফুফু মামু, খালা চচাতো ভগ্নি, তাহাদের পুত্র, কন্যাগণ অলি হইবে। (দোর্রোল- মোখতার)।

উপরোক্ত নিয়মে জানাজার অলিও নির্দ্ধারিত হইবে, কেবল ইহাই এইটুকু প্রভেদ আছে যে, প্রথমে পিতা, তৎপরে পুত্র, পৌত্র, অলি হইবে। আরও মাতা পরে কন্যা, পুতনি, নাতনি, পোতার কন্যা অলি হইবে, বিবাহ কিম্বা জানাজায় নাবেলগ, উন্মাদ ব্যক্তি হইলে অলি হইতে পারে না। কাফের ব্যক্তি মুসলমানের অলি হইতে পারে না। (কাজিখান)।

নাবালেগ পুত্র নাবালেগা কন্যার নিকাহ অলির কর্ত্তৃক ব্যতীত জায়েজ হইবে না, অলি তাহাদের পক্ষে স্বীকার বা উক্তি (ইজাব বা কবুল) করিবেন। (কাজিখান)

যদি নাবালেগ পুত্র বা কন্যার বিবাহ কালে তাহার দুই ভাই কিম্বা দুই চাচা (বা এইরূপ সম্পর্কস্থ দুইজন অলি) উপস্থিত থাকে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে একজনের কর্ত্তৃক উক্ত বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা জায়েজ হইবে। যদি উক্ত প্রকার দুইজন অলি কর্ত্তৃক পরস্পর দুইবার একটি নাবালেগা কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে প্রথম নিকাহটি জায়েজ ও দ্বিতীয় নিকাহটি নাজায়েজ হইবে। যদি উক্ত প্রকার দুইজন অলি একই সময়ে একটি নাবালেগা কন্যার বিবাহ দুইটি লোকের সহিত করাইয়া দেয় বা কোন নেকাহটি প্রথমে সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারা না যায়, তবে উভয় নিকাহ বাতীল হইয়া যাইবে।

নিকটস্থ অলির উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও দূরবর্ত্তী অলি কোন নাবালেগ কিম্বা নাবালেগার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া দিল, যদি নিকটস্থ অলি উক্ত নিকাহ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করে, তবে উহা জায়েজ হইবে তাহার অসম্মতিতে উহা নাজায়েজ হইবে। (কাজিখান)।

যদি নিকটস্থ সম্পর্কের অলি এমন কোন স্থানে থাকে যে, উপযুক্ত পাত্রপক্ষে উক্ত অলির প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত না হয় এবং এজন্য তৎপরবর্ত্তী অলি উক্ত নাবালেগা কন্যার নিকাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেয়,

তবে ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সিদ্ধ হইবে। নেহাইয়া, হেদাইয়া বাহরোরায়েক, জখিরা, মোজতবা, মবছুত, কেফাইয়া নহরোল ফায়েক ইত্যাদি গ্রন্থে এই মতের উপর ফতওয়া দেওয়া হইয়াছে। (শামি)।

যদি বালেগা কন্যা অলির অনুমতিতে কোন সমশ্রেণী (কফু) পাত্রের সহিত নিকাহ করে, তবে উহা জায়েজ হইবে। আর যদি কোন গর কফুর সহিত নিকাহ করে, তবে এমাম আজমের জাহের রেওয়াএত অনুযায়ী উক্ত নিকাহ জায়েজ হইবে কিন্তু অলি ইচ্ছা করিলে শরিয়তের কাজি কর্ত্তৃক উক্ত নিকাহ ফছখ(ভঙ্গ) করাইতে পারে। তাঁহার অন্য রেওয়াএত অনুযায়ী উক্ত নিকাহ আদৌ জায়েজ হইবে না, বর্ত্তমান কালে ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। (কাজিখান)।

অলি নাবালেগা কন্যার নিকাহ তাহার বিনা সম্মতিতে কাহারও সহিত করাইয়া দিলে, উহা জায়েজ হইবে না। দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক নিকাহ কার্য্যের সাক্ষী হইলে, উহা জায়েজ হইবে। বিনা সাক্ষী বা একজন পুরুষের কিম্বা দুইজন স্ত্রীলোকের অথবা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষীতে নিকাহ জায়েজ হইবে না। মুছলমানদিগের নিকাহ কার্য্যে কাফের মোশারেকের সাক্ষী হইলে উক্ত নিকাহ সিদ্ধ হইবে না। পাগল অথবা নাবালেগের সাক্ষীতে নিকাহ জায়েজ হইতে পারে না। সাক্ষীদ্বয় একই সময়ে বালেগ পুত্র ও বালেগা কন্যার স্বীকার ও উক্তি শ্রবণ করিবে, পৃথক পৃথক ভাবে পরেপরে শ্রবণ করিলে নিকাহ সিদ্ধ হইবে না। (কাজিখান)।

ফাছেক ব্যক্তি সাক্ষী হইলে নিকাহ জায়েজ হইবে কিন্তু যদি পাত্র ও পাত্রী উক্ত নিকাহ অস্বীকার করে, তবে শরিয়তের কাজির নিকট উক্ত নিকাহ প্রমাণিত হইবে না। (শামি ও তাহতাবি)।

পাঠক, এই হিসারে ধার্ম্মিক পরহেজগার দুইজনকে সাক্ষী নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

যখন কন্যার উকিল স্বীয় প্রাপ্ত ওকালত অনুযায়ী কোন পাত্রের সহিত তাহার নিকাহ করাইয়া দেন, তখন দুইজন বুদ্ধিমান বালেগ মুছলমান সাক্ষীর উপস্থিত থাকা একান্ত আবশ্যক। যখন কন্যা তাহাকে আপন বিবাহের উকিল নির্ব্বাচন

করে, তখন দুইজন সাক্ষী উপস্থিত না থাকিলেও ঐ নিকাহ জায়েজ হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি উক্ত কন্যা নিকাহ অন্তে উক্ত নিকাহ অস্বীকার করে, ওকালতের প্রমাণ অভাবে শরার কাজির নিকট উক্ত নিকাহ অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। (শামি, বাহারোর-রায়েক ও আলমগিরি)।

পাঠক, এই হিসাবে ওকালত গ্রহণ কালেও দুইজন সাক্ষীর উপস্থিত কর্ত্তব্য।

সাক্ষীদ্বয়ের নিকট কন্যাটির পরিচিতা হওয়া আবশ্যক, যদি কন্যাটির অনুপস্থিতিতে উকিল সাক্ষীদ্বয়ের সমক্ষে নিকাহ করাইয়া দেয় এবং কন্যাটি তাহাদের নিকট পরিচিতা হয়, তবে উকিল কেবল কন্যার নাম লইলেই নিকাহ সিদ্ধ হইবে। আর যদি কন্যাটি সাক্ষীগণের পরিচিতা না হয়, তবে উকিলকে তাহার নাম তাহার পিতার নাম ও তাহার দাদার নাম প্রকাশ করিতে হইবে, নচেৎ উহা সিদ্ধ হইবে না।

যদি অলি ভ্রম বশতঃ কন্যার নাম না লইয়া অন্যের নাম করে, তবে উক্ত নিকাহ জায়েজ হইবে না যদি পিতা বড় কন্যার নাম ভুলিয়া ছোট কন্যার নাম উচ্চারণ করে তবে ছোট কন্যার সহিত নিকাহ হইয়া যাইবে। (বাহারোর-রায়েক ও শামী)।

যদি ফার্সি বা অন্য ভাষায় নিকাহ পড়ান হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে। যদি আরবি ভাষায় নিকাহ পড়ান হয়, কিন্তু উহার অক্ষর বিকৃতি করা হয়, তবে উক্ত নিকাহ জায়েজ হইবে না। (দোর্রোল- মোখতার)।

আল্লামা রামালি বলেন যে, উক্ত অবস্থায় নিকাহ জায়েজ হইবে। (শামি)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

।। বালেগ পুত্র ও বালেগা কন্যার নিকাহ বিবরণ ।।

পুত্রের অবস্থা অনুসারে দেনমোহর নির্দ্ধারিত করতঃ একজন পরহেজগার বালেগ বুদ্ধিমান উকিল ও ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন দুইজন সাক্ষী কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, অমুক গ্রামের অমুকের পুত্র অমুকের পৌত্র অমুক এত টাকা দেনমোহরে তোমার সহিত বিবাহ করিতে উপস্থিত হইয়াছে তুমি রাজী

হইয়া সাক্ষীদ্বয়ের সমক্ষে তোমার বিবাহের জন্য আমাকে উকিল নির্দিষ্ট কর।

কন্যা বলিবে, হ্যাঁ।

তৎপরে উকিল সাক্ষীদ্বয় সহ পুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া নিম্নোক্ত খোৎবা পাঠান্তে ইজাব করিবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه‘ وَ نَسْتَعِيْنُه‘ وَ نَسْتَغْفِرُه‘ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَه‘ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَه‘ ۝ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه‘ وَرَسُوْلُه‘ ۝ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآئَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا لا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه‘ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

যদি উকিল খোৎবা পাঠ করিতে না পারে, তবে কাজি খোৎবা পাঠ করিবে এবং উকিল কাজির শিক্ষায় বলিবে—

اَنْكَحْتُكَ مِنْ مُّوَ كِّلَتِىْ اَلْمُسَمَّاة كَرِيْمُ النِّسَاءِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بِنْتِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِعِوَضِ الصَّدَاقِ الْمَعْلُوْمِ ٥

আনকাহতোকা মেম মোয়াক্কেলাতি আল্ মোছাম্মাৎ কারিমোন্নেছা বেন্‌তে আব্দির রহিম বেন্‌তে এবনে আব্দিল্লাহ বে-এওয়াজেস ছাদাকেল মা'লুম।

পুত্র বলিবে قَبِلْتُ কাবেলতো।

উর্দ্দুতে উকিল বলিবে—

میں نے اپنی موکلہ کریم النساء بی بی بنت عبدالرحیم بنت ابن عبد اللہ کوایک سوروپے دین مھر کے عوض تم سے نکاح صحیح کردیا ☆

“মায়নে আপনি মোয়াক্কেলা কারিমোন্নেছা বিবি বিন্‌তে আবদুর রহিম বেন্‌তে এবনে আবদুল্লাহকো একছও রুপিয়া দাএন মোহরকে এওয়াজ তোমছে নিকাহ ছহিহ কর দিয়া”।

পুত্র বলিবে-

“মায়নে কবুল কিয়া”। میں نے قبول کیا

বঙ্গ ভাষায় উকিল বলিবে-

আমি আমার মোয়াক্কেলা শেখ আবদুর রহিমের কন্যা, সেখ আবদুল্লাহর পোত্রী করিমোন্নেছা বিবিকে ১০০ টাকা দেনমোহরের পরিবর্ত্তে তোমার সহিত নিকাহ দিলাম।

“পুত্র বলিবে, কবুল করিলাম”।

তৎপরে কাজি নিম্নোক্ত মোনাজাত করিবেন-

بـارک اللّٰه لک و بارک اللّٰه فیک و جمع بینکما

فی خیر ☆

"বারাকাল্লাহো লাকা অ-বারাকাল্লাহো ফিকা অ-জামায়া" বায়না কোমা'ফি খায়ের।"

তৎপরে কাজি পুত্রকে প্রসিদ্ধ শর্ত্তগুলি শুনাইয়া দিবেন অবশেষে কিছু মিষ্টান্ন দান করিতে হইবে।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আরবি ইজাব কালে আল মোছাম্মাৎ শব্দের পরে কন্যার নাম, 'বেনতে শব্দের পর তাহার পিতার নাম এবং ' বেনতে এবনে' শব্দের পরে তাহার দাদার নাম উচ্চারণ করিবে।

দ্বিতীয় প্রকার

কন্যা নাবালেগা ও পুত্র বালেগ হইলে, কন্যার অনুমতিতে নিকাহ সিদ্ধি হইবে না, এক্ষেত্রে উকিলের আবশ্যক হইবে না, বরং কন্যার অলি বাপ, দাদা, ভাই কিম্বা চাচার কর্ত্তৃত্বে উক্ত নাবালেগা কন্যার নিকাহ কার্য্য সম্পাদিত হইবে। কন্যার পিতা নওশাহের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে-

اَنْـكَـحْتُكَ مِـنْ بِنْتِى الصَّغِيْرَةِ اَلْمُسَمَّاة كَرِيْمُ النِّسَاءِ

بِعِوَضِ الصَّدَاقِ الْمَعْلُوْمِ ☆

"আনকাহতোকা মেন বেনতিছ ছোগিরাতে আল মোছাম্মাৎ কারিমোন্নেছা বেএওয়াজেছ ছাদাকেল মালুম।"

দাদা অলি হইলে بـنـتـى الـصـغـيـرة 'বেন্তিছ ছগিরাতে' না বলিয়া بنت ابنى الصغيرة বেন্তে এবনিছ ছগিরাতে 'বলিতে হইবে। ভাই ওলি হইলে,

ঐ স্থলে اختی الصغيرة ওখতিছ ছগিরাতে ও চাচা অলি হইলে, ঐ স্থলে بنت اخی الصغيرة 'বেন্তে আখিছ ছগিরাতে' বলিতে হইবে।

নওশাহ বলিবে قَبِلْتُ কাবেলতো।

পিতা উর্দ্দু ভাষায় বলিবেন—

میں نے اپنی نابالغہ لڑکی مسماۃ کریم النساء کو ایک سو روپے

دین مھر کے عوض تم سے نکاح صحیح کردیا ☆

ম্যায়নে আপনি নাবালেগা লাড়কি মোছাম্মাৎ কারিমন্নেছাকো এক ছও রুপিয়া দাএন মোহরকে এওয়াজ তোমছে নেকাহ ছহিহ কর দিয়া।

দাদা অলি হইলে, 'নাবালেগা লাড়কী' স্থলে نابالغہ پوتی 'নাবালেগা' পুতনি বলিতে হইবে। ভাই অলি হইলে, ঐ স্থানে نابالغہ بھن 'নাবালেগা বহিন' এবং চাচা ওলি হইলে, ঐ স্থানে نابالغہ بھتیجی 'নাবালেগা ভাতিজি' বলিতে হইবে।

নওশাহ বলিবে— میں نے قبول کیا ম্যায়নে কবুল কিয়া।"

কন্যার পিতা বঙ্গভাষায় নওশার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে- "আমি আমার নাবালেগা কন্যা কারিমোন্নেছাকো একশত টাকা দায়েন মোহরের পরিবর্ত্তে তোমার সহিত নেকাহ দিলাম।"

দাদা অলি হইলে, 'কন্যা' স্থলে পৌত্রী (পুৎনি) ভাই অলি হইলে, ঐ স্থলে ভগ্নি এবং চাচা অলি হইলে ঐ স্থলে ভ্রাতৃষ্পুত্রী (ভাতিজি) বলিতে হইবে—

নওশাহ বলিবে— আমি কবুল করিলাম।

তৃতীয় প্রকার

কন্যার অলি পরদানশিন মাতা হইলে, উক্তা মাতা নাবালেগা কন্যার বিবাহের জন্য একজন বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক ও বালেগ লোককে উকিল নির্দ্দিষ্ট করিবে। উকিল দুইজন উপযুক্ত সাক্ষী সহ কন্যার অলি মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, অমুক গ্রামের অমুকের পুত্র অমুকের পৌত্র অমুক এত টাকা দেনমোহরে তোমার অমুক নাবালেগা কন্যার সহিত বিবাহ করিতে উপস্থিত হইয়াছে, তুমি এই বিবাহ কার্য্যে অলি রূপে রাজি হইয়া আমাকে এই দুইজন সাক্ষীর সমক্ষে উকিল নির্দ্দিষ্ট কর।

কন্যার মাতা বলিবে, আমি আমার অমুক কন্যার এই বিবাহে রাজি হইয়া তোমাকে উকিল করিলাম।

কন্যার অলি ভগ্নি ও দাদি হইলে, এইরূপ উকিল নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক হইবে। তৎপরে উকিল সাক্ষীদ্বয়ের সমক্ষে নওশাহকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে—

اَنْكَحْتُكَ مِنْ بِنْتِ مُوَكِّلَتِى الْمُسَمَّاة كَرِيْمُ النِّسَاءِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بِنْتِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بِعِوَضِ الصَّدَاقِ الْمَعْلُوْمِ ☆

"আনকাহতোকা মেন বেনতে মোয়াক্কেলাতি আল মোছাম্মাত কারিমোন্নেছা বেন্তে আব্দির রহিম বেন্তে এবনে আব্দিল্লাহ বেএওয়াজেছ ছাদাকেল মালুম।"

নওশাহ বলিবে— قَبِلْتُ "কাবেলতো।"

উকিল উর্দ্দু ভাষায় বলিবে—

میں نے اپنی موکلہ کی لڑکی مسماۃ کریم النساء کو جو عبد اللہ کی لڑکی اور عبد الرحیم کی پوتی ہے ایک سو روپے دین مھر کے عوض تم سے نکاح صحیح کردیا ☆

ম্যায়নে আপনি মোয়াক্কেলা কি লাড়কি মোছাম্মাৎ কারিমোন্নেছা কো যো আবদুল্লাহ কি লাড়কি আওর আবদুর রহিম কি পুৎনি হ্যায় একছও রুপিয়া দাএন- মোহরকে এওয়াজ তোমছে নেকাহ ছহিহ কর দিয়া।

নওশাহ বলিবে میں نے قبول کیا "ম্যায়নে কবুল কিয়া।"

উকিল বঙ্গভাষায় বলিবে—

আমি আমার মোয়াক্কেলার কন্যা, আবদুল্লাহর কন্যা এবং আবদুর রহিমের পৌত্রী কারিমোন্নেছাকে একশত টাকা দেনমোহরের পরিবর্তে তোমার সহিত নিকাহ দিলাম।

নওশা বলিবে—

"আমি কবুল করিলাম।"

দাদি অলি হইলে বেনতে মোয়াক্কেলাতি স্থলে উকিল بنت ابن موکلتی বেনতে এবনে "মোয়াক্কেলাতি" বলিবে موکلہ کی لڑکی মোয়াক্কেলা কি লাড়কি' স্থলে موکلہ کی پوتی মোয়াক্কেলা কি পুৎনি' এবং মোয়াক্কেলা কন্যা স্থলে মোয়াক্কেলার পৌত্রী বলিবে। এইরূপ ভগ্নি অলি হইলে, উক্ত স্থলে اخت موکلتی ওখাতে মোয়াক্কেলাতি موکلہ کی بہن 'মোয়াক্কেলা কি বহিন' এবং মোয়াক্কেলার ভগ্নি বলিবে।

চতুর্থ প্রকার

কন্যা নাবালেগা, উহার নাম করিমোন্নেছা এবং পুত্র নাবালেগ, উহার নাম কলিমোল্লাহ।

এক্ষত্রে উভয় পক্ষের অলিদ্বয় তাহাদের পক্ষ হইতে স্বীকার ও উক্তি (ইজাব ও কবুল) করিবে। উভয় পক্ষের অলি পিতা, দাদা, ভাই ও চাচা হইবে। কন্যার পিতা 'বেনতে ছাগিরাতা' দাদা বেনতো এবনেছ ছগিরাতা বলিবে। ভাই 'ওখতেছ ছাগিরাতা' এবং চাচা 'বেনতো আখিছ ছগিরাতা বলিবে। পুত্রের পিতা অলি হইলে মেন 'এবনেকাছ ছগির' দাদা ওলি হইলে, মেন এবনে এবনেকাছ ছগিরে, ভাই অলি হইলে, 'মেন আখিকাছ ছগিরে' এবং চাচা অলি হইলে, 'মেন এবনে আখিকাছ ছগিরে' বলিতে হইবে।

নিম্নোক্ত প্রকারে কন্যার অলিগণ পুত্রের অলিগণকে বলিবে—

পুত্রের পিতাকে বলিবে কন্যার পিতা

اَنْكَحْتُكَ بِنْتِى الصَّغِيْرَةَ الْمُسَمَّاةَ كَرِيْمُ النِّسَاءِ مِنْ اِبْنِكَ الصَّغِيْرِ الْمُسَمّٰى مُحَمَّدُ كَلِيْمُ اللّٰهِ بِعِوَضِ الصَّدَاقِ الْمَعْلُوْم ☆

পুত্রের দাদাকে বলিবে	কন্যার দাদা
مِنْ اِبْنِ اِبْنِكَ الصَّغِيْرِ	بِنْتَ اِبْنِى الصَّغِيْرَةَ
পুত্রের ভাইকে	কন্যার ভাই
مِنْ اَخِيْكَ الصَّغِيْرِ	اُخْتِى الصَّغِيْرَةَ
পুত্রের চাচাকে	কন্যার চাচা

بِنْتَ اَخِى الصَّغِيْرَةَ　　　　مِنْ اِبْنِ اَخِيْكَ الصَّغِيْرِ

পুত্রের অলি পিতা বলিবে— قَبِلْتُ لِاِ بْنِىْ وَ لَا يَةً

পুত্রের দাদা বলিবে— قَبِلْتُ لِاِ بْنِ ابْنِىْ وَ لَا يَةً

পুত্রের ভাই বলিবে— قَبِلْتُ لِاَ خِىْ وَ لَا يَةً

পুত্রের চাচা বলিবে— قَبِلْتُ لِاِ بْنِ اَخِىْ وَ لَا يَةً

কন্যার পিতা　　　　পুত্রের পিতাকে বলিবে

আনকাহ্‌তো বেন্তেছছগিরাতা আল্ মোছাম্মাৎ করিমোন্নেছা মেন এবন্নেকাছ ছগিরেল্ মোছাম্মা মোহাম্মাদ কালিমোল্লাহ বেএয়াজেছ ছাদাকেল মা'লুম।

কন্যার দাদা　　　　পুত্রের দাদাকে

বেনতা এবনিছ ছগিরাতা　　　　এবনে এবনেকাছ ছগির

কন্যার ভাই　　　　পুত্রের ভাইকে

ওখতিছ ছগিরাতা　　　　আখিকাছ ছগিরে

কন্যার চাচা　　　　পুত্রের চাচাকে

বেনতা আখিছ ছগিরাতা　　　　এবনে আখিকাছ ছগিরে

নওশাহের অলি পিতা বলিবে— কাবেলতো লে- এবনি অলাইয়াতান।

দাদা বলিবে— "কাবেলতো লে-এবনে এবনি অলাইয়াতান।"

ভাই বলিবে— "কাবেলতো লে-আখি অলাইয়াতান।"

চাচা বলিবে— "কাবেলতো লে-এবনে আখি অলাইয়াতান।"

میں نے اپنی نابالغہ لڑکی مسماۃ کریم النساء کو ایک سو روپے
دین مھر کے عوض تمہارے نابالغ لڑکا کلیم اللہ سے نکاح صحیح کر دیا

	পুত্রের পিতাকে		কন্যার পিতা
,,	পুত্রের দাদাকে	,,	কন্যার দাদা
	نابالغ پوتا		نابالغہ پوتی
,,	পুত্রের ভাইকে	,,	কন্যার ভাই
	نابالغ بھائی		نابالغہ بھن
,,	পুত্রের চাচাকে	,,	কন্যার চাচা
	نابالغ بھتیجا		نابالغہ بھتیجی

পুত্রের পিতা বলিবে— میں نے اپنے لڑکے کے لئے ولایہ قبول کیا

পুত্রের দাদা বলিবে— میں نے اپنی پوتی کے لئے ولایہ قبول کیا

পুত্রের ভাই বলিবে— میں نے اپنے بھائی کے لئے ولایہ قبول کیا

পুত্রের চাচা বলিবে— میں نے اپنے بھتیجا کے لئے ولایہ قبول کیا

কন্যার বাপ বলিবে — পুত্রের বাপকে

ম্যায়নে আপনি নাবালেগা লাড়কি করিমোন্নেছাকো একছও রুপিয়া দায়েন মোহরকে এওয়াজ তোমহারে নাবালেগ লাড়কা মোহাম্মদ কলিমুল্লাহছে নিকাহ ছহিহ করদিয়া।

,,	কন্যার দাদা বলিবে	,,	পুত্রের দাদাকে
,,	নাবালেগা পুৎনি	,,	নাবালোগ পোতা
,,	কন্যার ভাই বলিবে	,,	পুত্রের ভাইকে
,,	নাবালেগা বহিন	,,	নাবালেগ ভাই
,,	কন্যার চাচা বলিবে	,,	পুত্রের চাচাকে
,,	নাবালেগা ভাতিজি	,,	নাবালেগ ভাতিজা

নওশাহের বাপ বলিবে— "ম্যায়নে আপনে বেটেকে লিয়ে আলাইয়াতান কবুল কিয়া, দাদা 'বেটেকে' স্থলে 'পোতাকে' 'ভাইকে' এবং চাচা উক্ত স্থলে 'ভাতিজাকে' বলিবে।

কন্যার বাপ বলিবে পুত্রের বাপকে

আমি আমার নাবালেগা কন্যা করিমোন্নেছা বিবিকে ১০০ টাকা দেনমোহরে তোমার নাবালেগ পুত্র কলিমোল্লার সহিত নিকাহ দিলাম।

,,	কন্যার দাদা বলিবে	,,	পুত্রের দাদাকে
	নাবালেগা -পৌত্রী (পুৎনি)	,,	নাবালেগ পৌত্র (পোতা)
,,	কন্যার ভাই বলিবে	,,	পুত্রের ভাইকে
	নাবালেগা ভগ্নি		নাবালোগ ভ্রাতা
,,	কন্যার চাচা বলিবে		পুত্রের চাচাকে
	নাবালেগা ভ্রাতুষ্পুত্রী (ভাতিজি)		নাবালেগভ্রাতুষ্পুত্র (ভাতিজা)

পুত্রের বাপ বলিবে— "আমি অলি হইয়া পুত্রের জন্য কবুল করিলাম।"

দাদা 'পুত্রের ' স্থলে পৌত্রের, ভাই উক্ত স্থলে 'ভ্রাতার' এবং চাচা উক্ত স্থলে 'ভ্রাতুষ্পুত্রের' বলিবে।

কাফনের বিবরণ

পুরুষের ছুন্নত কাফন তিন বস্ত্র- ইজার, লেফাফা ও পিরহান ইজার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হইবে, লেফাফা ঐ পরিমাণ লম্বা হইবে। পিরহান গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হইবে।

হেদাইয়া। লেফাফা এরূপ লম্বা হইবে যেন মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত আবৃত করিতে পারে- (শামি)। স্ত্রীলোগের ছুন্নত কাফন পাঁছ বস্ত্র, উপরোক্ত ইজার, লেফাফা, পিরহান, চতুর্থ মস্তক আবরণ (খমোর বা মূইবন্দ) ইহা তিন হস্ত লম্বা হইবে, পঞ্চম খেরকা (ছিনাবন্দ) ইহা অতি কম, বক্ষঃদেশ হইতে নাভি পর্য্যন্ত প্রস্থ হইবে, বক্ষঃ হইতে উরু পর্য্যন্ত প্রস্থ হইলে অতি উত্তম। (আলমগিরি, শামি)

কাফনে তইবন্দ দেওয়া জায়েজ নহে। (মজমুয়া ফৎওয়া)।

পুরুষের কাফনে ইজার ও লেফাফা (দুইটি) চাদর প্রথমে বিছাইবে, তদুপরি পিরহান বিছাইবে, লাশকে প্রথমে পিরহানে আবৃত করিয়া প্রথমে চাদরটি বাম দিক হইতে অগ্রে মুড়িবে, তৎপরে ডাহিন দিক হইতে মুড়িবে। অবশেষে শেষ চাদরটি উপরোক্ত প্রকারে মুড়িবে। স্ত্রীলোকদের ছিনাবন্দটি সমস্ত বস্ত্রের নীচে বিছাইবে তদুপরি দুইটি চাদর (ইজার ও লেফাফা) বিছাইবে, তদু পরে পিরহান রাখিবে, প্রথমে লাশকে পিরহানে আবৃত করিবে, পরে মস্তকের কেশগুলি দুই অংশ করতঃ বক্ষের উপর রাখিয়া মুই বন্দ দ্বারা আবৃত করিবে, তৎপরে উপরোক্ত নিয়মে দুইটি চাদর মুড়িয়া ছিনাবন্দটি সর্ব্বোপরি মুড়িবে। কাঞ্জের টিকা ও তোহফা গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খেরকাটি (ছিনাবন্দটি) সমস্ত বস্ত্রের উপর মুড়িবে অর্থাৎ সমস্ত বস্ত্রের নিম্নে বিছাইবে। যে পুত্র কন্যা বালেগ হওয়ার নিকট নিকট বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু এখনও বালেগ হয় নাই, এতদুভয়ের কাফন বালেগ বা বালেগার তুল্য তিন অথবা পাঁচ কাপড় দিতে হইবে। শিশু বালকের কাফন তিন বস্ত্র হইলে ভাল, দুই বা এক বস্ত্রেও হইতে পারে। শিশু বালিকার কাফন দুই বা তিন বস্ত্রেও হইতে পারে। যে নপুংসকে(হিজড়ার) স্ত্রীলোক অথবা পুরুষ লোক হওয়া নির্দ্ধারিত হয় নাই, তাহার কাফন স্ত্রীলোকের ন্যায় দিতে হইবে। গর্ভস্রাব হইলে উহাকে একখানা বস্ত্রে আবৃত করিবে। মৃতের শরীরের একাংশ অথবা বিনা মস্তকে

শরীরের অর্দ্ধাংশ পাওয়া গেল, উহাকে একখানা বস্ত্রে আবৃত করিবে। যদি মৃতের শরীরের অর্দ্ধাংশ মস্তকসহ পাওয়া যায়, তবে উহাকে নিয়মিত কাফন দিতে হইবে। যে লাশের কাফন অপহৃত হয়, যতক্ষণ উহা বিগলিত না হয়, ততক্ষণ উহার নিয়মিত কাফন দিতে হইবে, বিগলিত হইলে একবস্ত্রে কা ফন দিবে- (শামি ও বাহারোর রায়েক)। জানাজা নামাজ দফন কাফন গোছল ইত্যাদি ফরজে কেফায়া। (শামি ও দোর্রে- মোখতার)।

।। জানাজা ও দাফনের বিবরণ।।

জানাজা নামাজের কয়েকটি শর্ত্ত, রোকন ছুন্নত আছে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উহার শর্ত্ত- (১) মৃতব্যক্তির মুসলমান হওয়া। (২) জানাজার এমামের শরীর ও মৃতের শরীর পাক হওয়া। (৩) উভয়ের বস্ত্র পাক হওয়া। (৪) মৃতকে যে বস্ত্রের উপর রাখা হয় উহার এবং এমামের দাঁড়াইবার স্থান বা বিছানা পাক হওয়া। (৫) উভয়ের ছতর (ঢাকিবার উপযুক্ত অঙ্গগুলি)। আবৃত হওয়া। (৬) জানাজা পাঠকারী কেবলা দিকে করা। (৭) উক্ত ব্যক্তির জানাজার নিয়ত করা। (৮) লাশটি এমামের সম্মুখে কেবলার দিকে থাকা। (৯) এমামের বালেগ হওয়া।

জানাজা নামাজের দুইটি রোকন আছে- (১) চারি তকবির পাঠ করা। (২) দাঁড়াইয়া নামাজ পাঠ করা।

জানাজার তিনটি ছুন্নত আছে- (১) প্রথম তকবির অন্তে ছানা পাঠ করা। (২) দ্বিতীয় তকবির অন্তে কোন একটি দরুদ পাঠ করা। (৩) তৃতীয় তকবির অন্তে কোন একটি দোয়া পাঠ করা। (শামি)।

যে সন্তানটি জীবিতাবস্থায় ভুমিষ্ট হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, উহার নিয়মিত গোছল, জানাজা ও দফন করিতে হইবে। মৃত সন্তান ভুমিষ্ট হইলে, উহাকে গোছল দিয়া একখানি কাপড়ে আবৃত করিয়া বিনা জানাজায় দফন করিবে গর্ভস্রাব হইলে যদি সন্তানের কোন অঙ্গ পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে উপরোক্ত নিয়ম পালন করিবে। যদি উহার কোন অঙ্গ পূর্ণ না হইয়া থাকে, তবে উক্ত মাংসপিণ্ডকে গোছল দিবে না, নিয়মিত রূপে উহার দফন, কাফন ও জানাজা পাঠ করিবে না। এবং একখানি কাপড়ে আবৃত করিয়া একটি গর্ত্তে প্রোথিত করিবে। এমাম মৃতের

বক্ষ দেশের সমান স্থানে দাঁড়াইবে লাশকে গোরের পশ্চিমাংশ হইতে গোরে নামাইবে। মৃতটি গোরে নামাইবার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

"বিছমিল্লাহে অ আলা মেল্লাতে রাছুলিল্লাহে।"

মৃতের মুখ কেবলার দিকে ফিরাইয়া রাখিবে। স্ত্রীলোককে গোরে নামান পর্য্যন্ত একখণ্ড চাদরে ঢাকিয়া রাখিবে, স্ত্রীলোকের লাশকে তাহার অতি ঘনিষ্ট আত্মীয় কবরে নামাইবে। তদভাবে অন্য কোন বৃদ্ধ পরহেজগার গোরে নামাইবে। গোরকে অন্ততঃ কটিদেশ পরিমাণ গভীর খনন করিবে, বক্ষঃ ও মস্তক পরিমাণ গভীর হইলে আরও উত্তম, বগলি কবর খনন করা ছুন্নত, কবরের নিম্নদেশে পশ্চিম দিকে লাশ থাকার পরিমাণ গর্ত্ত খনন করা, যেন উহার মধ্যে লাশ থাকিতে পারে, ইহাকে বগলি কবর বলে। নরম মৃত্তিকা হইলে সিন্দুকে কবর করিলে কোন দোষ হইবে না। কবরের উপরিস্থ মৃত্তিকা এক বিঘতের অধিক উচ্চ করা নিষিদ্ধ।

জানাজা নামাজের নিয়ত মনে মনে করা আবশ্যক মৌখিক নিয়ত মোস্তাহাব। নিয়তের অর্থ এই যে, আমি চারি তকবীর সহ জানাজা ফরজ কেফাইয়া পাঠ করিতেছি কাফের ও মশরেকের জানাজা পাঠ নিষিদ্ধ। মৃত্যুকালে যে কাফের ও মোশরেক কলেমা পাঠ করে ও তওবা করে, তাহার জানাজা পড়িতে হইবে।

যদি কোন স্থানে জানাজার এমাম উপস্থিত না থাকে, তবে লাশকে দফন করিবে এবং তিন দিবসের মধ্যে গোরের নিকট জানাজা পাঠ করিলে জানাজা আদায় হইয়া যাইবে। যদি কোন স্থানে তিন দিবসের মধ্যে এমাম না পাওয়া যায়, তবে একজন মোছল্লি এইরূপ নিয়ত করিবে, আমি জানাজা ফরজ কেফাইয়া পাঠ করিতেছি। এই নিয়ত অন্তে 'আল্লাহো আকবর' বলিয়া নাভির নিম্নে হস্তদ্বয় রাখিয়া ছানা পাঠ করিবে, তৎপরে "আল্লাহো আকবর' বলিয়া দরুদ পাঠ করিবে, তৎপরে আল্লাহো আকবর বলিয়া 'আল্লাহোম্মাগ- ফেরলানা ওলাহু' বা কোন একটি দোয়া পাঠ করিবে, অবশেষে চতুর্থবার তকবির পড়িয়া দুই দিকে ছালাম করিবে।

জানাজার নিয়ত

نَـوَيْـتُ اَنْ اُوَدِّىَ اَرْبَـعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ

الْـكِـفَـايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَ الدُّعَاءُ لِهٰذَ

الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ☆

"নাওয়াইতো আন ওয়াদ্দিয়া আরবায়া তক্‌বিরাতে ছালাতেল জানাজাতে ফারদেল ض কেফায়াতে আছ ছানায়ো লিল্লাহে তায়ালা ওয়াছছালাতো আলান্নাবিয়ে ওয়াদ্দোয়ায়ো লেহাজাল মাইয়েতে মোতাওয়াজ্জেহান এলা জেহাতেল কা'বাতেশ শরিফাতে আল্লাহো আকবর।"

পাঠক ! স্ত্রীলোকের লাশ হইলে লেহাজাল মাইয়েতে স্থলে "লেহাজিহিল মাইয়েতে" বলিতে হইবে।

প্রথম তকবির অন্তে ছানা পড়িবে, কেবল অ-তায়ালা জাদ্দোকা এই শব্দের পরে 'ওয়াজাল্লা ছানাওকা' এই শব্দগুলি যোগ করিবে। দ্বিতীয় তক্‌বীর পরে আত্তাহিয়াতোর পরে যে দরুদ পাঠ করা হয়, তাহাই পাঠ করিবে।

তৃতীয় তক্‌বিরের পরে নিম্নোক্ত দোওয়া পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ

كَبِيْرِنَاوَ ذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ

وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ☆

আল্লাহোম্মাগফের লেহাইয়েনা, ওয়া মাইয়েতেনা ওয়া-শাহেদেনা ওয়া-গায়েবেনা ওয়া- ছাগিরেনা ওয়া-কাবিরেনা, ওয়া-জাকারেনা, ওয়া-ওন্‌ছানা আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়ায়তাহু মেন্না ফাআহ্ইয়েহে আলাল ইসলামে অমান তাওয়াফফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফফ্যাহু আলাল ঈমান।

মৃত নাবালেগ পুত্র হইলে উপরোক্ত দোয়া না পড়িয়া নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ

اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا ☆

আল্লাহোম্মাজয়ালহু লানা ফারতাও ওয়াজয়ালহু লানা আজরাও ওয়াজোখরাও ওয়াজয়ালহু লানা শাফেয়াও ওয়া মোশাফ্যায়া।

নাবালেগা কন্যা হইলে আল্লাহোম্মাজ য়ালহো স্থলে আল্লাহোম্মাজয়ালহা হইবে, ওয়াজয়ালাহু স্থলে ওয়াজায়ালহা এবং শাফেয়াঁও ওয়ামোশাফ্যায়া স্থলে শাফেয়াতাও ওয়ামোশাফ্যায়াহ হইবে।

।। মৃত্যুকালীন ক্রিয়াকলাপ।।

মেশকাত ২০৪ পৃষ্ঠায়—

কোন ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া ভক্তিসহ কারে দিবসে পাঠ করিয়া সেই দিবসে মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে কিম্বা রাত্রিতে পাঠ করিয়া সেই রাত্রে মৃত্যু হইলে বেহেশতবাসী হইবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ

اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ـ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ

مَا صَنَعْتُ اَبُوْئُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ

فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُالذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ☆

আল্লাহোম্মা আন্তা রাব্বি লাইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্‌তানি অ-আনা অবদোকা অ-আনা আ'লা আহদেকা অ-অ'দেকা মাছ-তাতা'তো, আউজোবেকা মিন শার্‌রে মা-ছানা'তো আবুয়োলাকা বেনে'মাতেকা আলাইয়া, অ-আবুয়ো বেজামবি ফাগ্‌ফেরলি ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফেরোজ্জোনুবা ইল্লা আন্তা।

অর্থ- হে খোদা, তুমি আমার প্রতিপালক, তোমার ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেহ নাই তুমি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ। আমি যতদূর সক্ষম হই,তোমার অঙ্গীকার এবং ওয়াদার উপর আছি। আমি যাহা করিয়াছি। তাহার অপকারিতা হইতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তোমার নেয়ামত (দান) যে আমি উপভোগ করিতেছি (তজ্জন্য) আমি তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমি নিজের গোনাহ স্বীকার করিতেছি। তুমি আমার গোনাহ্ মাফ কর, কেননা তোমা ব্যতীত কেহ গোনাহ সমূহ মাফ করিতে পারে না।

(২) প্রত্যেক দিবসে ও রাত্রিতে তিন তিনবার 'আউজ বিল্লাহিছ-ছামিয়েল-আলিমে মিনাশ্ শয়তানের রজিম' ও ছুরা হাশরের শেষ তিন আয়ত একবার করিয়া পড়িবে, দিবসে পড়িয়া সন্ধ্যার অগ্রে মরিলে কিম্বা রাত্রিতে পড়িয়া প্রভাতের অগ্রে মরিলে, শহীদ হইয়া মরিবে। (মেশকাত- ১৮৮ পৃষ্ঠা)।

(৩) প্রত্যেক দিবস অতিক্রম ২০০ শতবার ছুরা এখলাছ পাঠ করিবে, ইহাতে মোনকের নকিরের ছয়ালের জওয়াব সহজে দিতে সক্ষম হইবে এবং গোর-সংকীর্ণতা আজাব সহজ হইয়া যাইবে।

(৪) মৃত্যু পীড়ায় নিম্নোক্ত দোয়া পড়িলে, দোজখের আজাব সহজ হইয়া যাইবে।

لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَاللّٰـهُ اَكْبَرُ۔ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ☆

"লাএলাহা ইল্লাল্লাহো আল্লাহু আকবর। লাইলাহা ইল্লাল্লাহো অহ্‌দাহু

লাশারিকালাহু। লাইলাহা ইল্লাল্লাহো লাহুল মুল্কো আলাহুল হামদ। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অলা-হাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। লাইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদোর রাছুল্লাহ্।

(৫) মৃত্যুর যন্ত্রণার সময় হইলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করিবে। (তয়াছুরোল-অছুল।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ ارْحَمْنِىْ وَ الْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَ عْلٰى

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ لَا اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ☆

আল্লাহুম্মাগফেরলি, অরহামনি, অ-আলহেকনি বিররাফিকেল আ'লা। আল্লাহুম্মা আগেছনি আ'লা গামারাতিল মাওতে অছাকারাতিল মাওতে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইন্নালিল মাওতে ছাকারত।

(৬) মরণাপন্ন ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত প্রকার এস্তেগফার শিক্ষা দিবে— তাতারখানি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ

اِلَيْهِ ☆

'আস্তাগফেরোল্লাহাল লাজি লাইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়োল কাইয়ুমো অ-আতুবো এলায়হে।

(৭) যে ব্যক্তি মৃত্যু পীড়ায় নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে খোদাতায়ালা মৃত্যুকালে তাহার ইমান কায়েম রাখিবেন।

তিনবার পড়িবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ

"লাএলাহা ইল্লাল্লাহোল হাকিমল কারিম।"

তিনবার পড়িবে—

سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ☆

ছোবহানাল্লাহে রাব্বিল আরশেল আজিম অলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।

তিনবার পড়িবে—

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ☆

"তাবারাকাল্লাজি বেইয়াদিহিল মোলকো ইওহয়ি অ-ইয়ো মিতো অহুওয়া আলাকুল্লে শাইয়েন কাদির।"

(৮) প্রত্যেক ফরজ নামাজ পরে আয়তুল কুরছি পাঠ করিলে উপরোক্ত প্রকার ফল লাভ হইবে।

(৯) প্রত্যেক ফরজ মগরেবে সাত সাতবার পাঠ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

"আল্লাহুম্মা আজেরনা মিনান্নার।

(১০) মরণাপন্ন ব্যক্তি ওজুসহ থাকিতে চেষ্টা করিবে। ওজুসহ থাকার অবস্থায় হজরত আজরাইল (আঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি শহীদ হইয়া মরিবে। লায়ালিয়ে কাখেরাহ।

(১১) তাহার নোখ কাটিয়া দিবে, মস্তকের চুল মণ্ডন করিয়া দিবে. গোঁফ ছাটিয়া দিবে এবং নাভির নিম্নস্থলের চুলগুলি মুণ্ডন করা উচিৎ। বাহারে- জোখ্যার এবরাহিম-শাহী ইত্যাদি।

(১২) মরণাপন্ন ব্যক্তি নিজের ঋণগুলি পরিশোধ করিবে, আর উহা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে, ওয়ারেছদিগকে উহা পরিশোধ করার অছিয়ত করিবে, কেননা কেহ আল্লাহতায়ালার হক নষ্ট করিয়া শেরেক -কাফেরি ব্যতীত কোন গোনাহ করিলে তিনি তওবার পরে বা ইচ্ছা হইলে বিনা তওবায় মাফ করিতেও পারেন, কিন্তু পরের হক ও দেনা তিনি কিছুতেই মাফ করিবেন না। তাহার অর্থের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা জাকাত নামাজ রোজা বা পরের দেনা বা হক আদায় করিয়া দিতে ওয়ারেছগণকে অছিয়ত করিতে পারে। যদি অন্যের নিকট তাহার কিছু পাওনা থাকে, তবে তাহা ওয়ারেছগণকে অবগত করাইবে। নাবালেগ সন্তানদিগের জরুরী কার্য্যগুলির জন্য একজন 'অছি' স্থির করিবে। আত্মীয় স্বজনেরা যাহাতে ফারাএজি স্বত্ব হইতে বঞ্চিত (মাহরুম) না হয়, তজ্জন্য অছিয়ত করিয়া যাইবে। কেহ মরিয়া গেলে মৃতদের রুহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতে উপস্থিত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন অছিয়ত না করিয়া মরিয়া থাকে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ কথোপকথনের জন্য রুহদিগকে অনুমতি দেওয়া হয় না। স্বত্বাধিকারী ওয়ারেছগণের মধ্যে কোন একজনের জন্য তাহার প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অছিয়ত করিলে, অন্যান্য ওয়ারেছের প্রতি অত্যাচার করা হইবে, ইহা করা নিষিদ্ধ (শরহে বরজখ)।

কোন আত্মীয় বা প্রতিবেশীর কোন হক নষ্ট করিয়া থাকিলে বা অন্তরে আঘাত দিয়া থাকিলে কিম্বা কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকিলে বা যে কোন প্রকার হউক তাহার নিকট হইতে মাফ লইবে বা তাহার ক্ষতিপূরণ করিবে। যদি কেহ কাহারও ক্ষতি করিয়া থাকে, তবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিকারীর নিকট হইতে নেকি কাড়িয়া লইবে।

(১৩) কোন আলেম বা নেক ব্যক্তি তাহাকে তওবা পড়াইবে। সে ব্যক্তি খাঁটি মনে তওবা এস্তেগফার পাঠ করিতে থাকিবে ও জেকের করিতে থাকিবে। হজরত বলিয়াছেন, গলার নিকট প্রাণ পৌছিবার অগ্রে তওবা করিলে, তাহার তওবা কবুল হইবে। হজরত বলিয়াছেন, মুখে জেকর জারি থাকা অবস্থায় যাহার প্রাণ বাহির হইবে, সেই ব্যক্তি অতি উত্তম।

(১৪) খোদাতায়ালার রহমত ও মাফির দৃঢ় আশা করিতে থাকিবে, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আমি আমার বান্দার ধারণার নিকট আছি। যদি সে ব্যক্তি আমাকে মাফকারী ধারণা করে, তবে আমি তাহাকে মাফ করিব। আর যদি ইহার বিপরীত ধারণা করে, তবে আমি তাহার সহিত বিপরীত ব্যবহার করিব, — আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন- কাফের শ্রেণীরা ব্যতীত আল্লাহতায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হয় না।

(১৫) কোন নেককার ব্যক্তি তাহাকে কলেমা শাহাদাত তলকিন করিবে, তাহার প্রাণ গলার নিকট পৌছিবার অগ্রে তাহার সাক্ষাতে উহা উচ্চ শব্দে পড়িবে। অতি কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণাকালে তাহাকে উহা পড়িতে হুকুম করিবে না, খোদা না করুন, পাছে ব্যক্তি যন্ত্রণার বিতাড়ণে উহা পড়িতে অস্বীকার করিয়া বসে। (নাউজো বিল্লাহে মেনহো)।

(১৬) মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কলেমা তাইয়েবা পাঠ করিবার চেষ্টা করিবে। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির শেষ কথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ হয় সে ব্যক্তি বেহেশতে দাখিল হইবে। প্রত্যেককে পাঞ্জাগানা নামাজের পরে কলেমা তাইয়েবা পাঠ করা উচিৎ। কিম্বা প্রত্যেক নিঃশ্বাস ত্যাগ করা কালে মনে মনে লাএলাহা এবং নিশ্বাস টানিয়া লওয়ার কালে ইল্লাল্লাহ জেকর করা অভ্যাস করিবে, অথবা তরিকতের পীরের নিকট নফি ও এছবাতের জেকর করা অভ্যাস করিবে। ইহাতে মৃত্যুকালে কলেমা পাঠ করা সহজ হইয়া যাইবে।

(১৭) আশা ও ভয়ের মধ্যে নিজের ইমানকে স্থাপন করিবে। হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা যেরূপ বেহেশতের ওয়াদা করিয়াছেন, সেইরূপ দোজখের ভয়ও দেখাইয়াছেন । যদিও তোমার নেক আমল খুব বেশী হয়, তবু

তুমি আল্লাহতায়ালার আজাব হইতে নির্ভীক হইও না। যদিও তোমার গোনাহ বহু বেশি হয়, তবুও তুমি আল্লাহতায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। যদিও তুমি সাত আছমান ও জমিন পরিমাণ নেকি করিয়া থাক, তবুও তুমি এই ভয় করিতে থাকিবে যে, তোমার নেকী কবুল হইল কি না। আর যদিও সেই পরিমাণ গোনাহ করিয়া থাক, তবুও তাহার মাফী হইতে নিরাশ হইও না।

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন—

"তুমি আমার বান্দাগণকে সংবাদ দাও যে, অবশ্য আমি মাফকারী দয়াশীল, আর নিশ্চয় আমার আজাব অতি কঠিন।"

ইমানদারের সৌভাগ্যের চিহ্ন এই যে, জীবদ্দশায় আজাবের ভয়কে বলবৎ রাখিবে এবং মৃত্যুকালে মাফী ও রহমতের আশাকে বলবৎ রাখিবে।

(১৮) খোদার নিকট সর্ব্বদা দোওয়া করিতে থাকিবে যে, তিনি যেন মৃত্যুকালে শয়তানের চক্র হইতে আমার ইমান রক্ষা করেন।

আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন- শয়তান (মৃত্যুকালে) মনুষ্যকে বলে, তুমি কাফেরী কর। যখন সে কাফেরী করে, শয়তান বলে, আমি তোমা হইতে নারাজ, আমি জগদ্বাসীদিগের প্রতি পালক আল্লাতায়ালাকে ভয় করিয়া থাকি।"

"তাজকেরায় কোরতবিতে" আছে শয়তান মৃত্যুকালে মনুষ্যের পিপাসা যন্ত্রণা বলবৎ হইলে মাতা খালা বা কোন আত্মীয়ের রূপ ধরিয়া বলিতে থাকে, "তুমি বল, য়িহুদী বা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সত্য কিম্বা হজরত ইছা (আঃ) খোদার পুত্র অথবা "লাএলাহা" এই অর্দ্ধেক কলেমা পাঠ কর।" কেহ তাহার কথা স্বীকার করিলে কাফের হইয়া যায়। এই সময় অতি সাবধানে থাকিয়া 'লাহাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়িয়া শয়তানকে বিতাড়িত করিবে।

(১৯) যে ব্যক্তি পাঞ্জাগানা নামাজের পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে, তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা অতি সহজ হইবে। (শরহে বরজখ)।

اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْنَا قَبْلَ الْمَوْتِ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا سَكَرَاتِ

الْمَوْتِ وَ ارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ ـ وَ لَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ

يَاخَالِقَ الْحَيٰوةِوَ الْمَوْتِ ـ رَبَّنَا تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ اَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّا حِمِيْنَ ☆

আল্লাহুম্মা তুব আলায়না কাবলাল মাওতে, অ-হাওবেন আলায়না ছাকারাতেল মাওতে, অরহামনা এন্দাল মাওতে, অলাতোয়াজ্জেবনা বাদাল মাওতে, ইয়া খালেকাল হায়াতে অল মাওত।

রব্বানা তাওয়ফফানা মুছলেমিনা বেরাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমিন।

(২০) যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দরুদটি সর্ব্বদা পড়িতে থাকে। খোদাতায়ালা মৃত্যুকালে তাহার ইমান কায়েম রাখিয়া দেন। কিমিয়া- ছায়াদত।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ جَرٰى بِهِ الْقَلَمُ ☆

"আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদেও অ-আলা আলে মোহাম্মাদেন বে-আ'দাদে কুল্লে হারফেন জারা বেহেল কালাম।

(২১) মরণাপন্ন লোকের নিকট ছুরা ইয়াছিন, সুরা রা'দ কিম্বা ছুরা বাকারাহ উচ্চ শব্দে পড়িলে মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ হইয়া যায়। নহরোল ফাএক ও খাজানাতেল মুফতিন।

।। মৃত্যুর পরের ক্রিয়াকলাপ।।

(১) হজরত বলিয়াছেন, কেহ মরিলে সত্বর তাহার জানাজা গোছল ও দফনের ব্যবস্থা করিবে।

(২) কোন আলেম, দরবেশ, নেককার ও পরহেজগার মরিলে,বেশি লোককে সংবাদ করাইয়া জানাজায় উপস্থিত করা ছহিহ মতে জায়েজ হইবে। (তাতারখানি ও লায়ালিয়ে কাখেরা)।

(৩) মৃতের দফন করার পূর্ব্বে টাকা কড়ি কাপড় বা কিছু খাদ্য দরিদ্রদিগকে দান করা ওয়ারেছগণের পক্ষে উচিত, ইহাতে গোরের গরমি শীতল হইয়া যায়। কোরান খতম করিয়া ছওয়াব পৌছাইয়া দেওয়া আরও ভাল। (বরজখ ও শরহোছছুদুর)।

এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার কলেমা পাঠ করিয়া ছওয়াব পৌছাইয়া দেওয়াতে তাহার গোনাহ মাফ হইয়া যায়।

(৪) মৃতের দেনা পরিশোধ করিয়া দিবে। তাহার যে নামাজ ও রোজা কাজা থাকে, তাহার ফিদইয়া আদায় করিয়া দিবে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ ও বেতেরের জন্য ছয়টি ফিদইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক রোজার জন্য একটি ফিদইয়া দিবে। ফিদইয়া ছদকায় ফেৎরার পরিমাণ - অর্থাৎ এক সের নয় ছটাক গম বা তাহার মূল্য দরিদ্রকে দান করিবে। মৃতের এক তৃতীয়াংশ অর্থ হইতে এই ফিদাইয়া আদায় করিয়া দিবে। আর যদি উহাতে সঙ্কুলান না হয়, তবে ওয়ারেছেরা অনুগ্রহ করিয়া নিজের অর্থ হইতে উহা আদায় করিয়া দিবে। যদি মৃতের কিছু অর্থ না থাকে এবং ওয়ারেছরা উহা আদায় করিতে সক্ষম না হয়, তবে ফিদইয়ার টাকা হিসাব করিয়া একজন দরিদ্রের নিকট একখানা কোরান মজিদ উক্ত পরিমাণ টাকায় বিক্রয় করিবে এবং দরিদ্র উহা কবুল করিবে। দুইজন লোক ইহার জন্য সাক্ষী রাখিবে। তৎপরে ওয়ারেছ বলিবে হে দরিদ্র, অমুক মৃতের নামাজ ও রোজার ফিদইয়া এত টাকা, কিন্তু আমরা উহা আদায় করিয়া দিতে অক্ষম, তুমি কোরআন খরিদ বাবদ যে টাকা আমার নিকট দেনদার হইয়াছ, এই মৃতের ফিদইয়া বাবদ সেই টাকাগুলি তোমাকে দান করিলাম, তুমি কবুল করিলে কি? দরিদ্র বলিবে হাঁ, আমি কবুল করিলাম। আল্লাহতায়ালার নিকট আশা করা যায় যে, তিনি মৃতকে নামাজ ও রোজার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃত প্রদান করিবেন।

(৫) কাফন দেওয়ার পূর্ব্বে বিনাকালীতে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা মৃতের কপাল ও বুকে লিখিবে, "বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আর যদি বিছমিল্লাহ তাহার কপালে ও কলেমায় তৈয়েবা

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ ☆

তাহার বুকে শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা লিখিয়া দেওয়া হয়, তবে আরও ভাল। (দোর্রোল মোখতার ও তাতারখানি)।

আর যদি আহাদনামা তাহার কাফনে কিম্বা চেহারাতে বিনা কালি শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা লিখিয়া দেওয়া হয়, তবে আশা করা যায় যে, খোদাতায়ালা তাহাকে মার্জ্জনা করিয়া দিবেন। (দোর্রোল মোখতার)।

আহাদনামা দোওয়া এই—

لا اله الا اللّٰه و اللّٰه ا كبر لا اله ا لا اللّٰه و حده لا
شريک له له الملک و له الحمد لا اله الا اللّٰه و لا حول و
لا قوة الا باللّٰه العلى العظيم اللّٰهم فاطر السمٰوٰت و الارض
عالم الغيب والشهادت الرحمن الرحيم انى اعهد اليک
فى هذه الحياة الدنيا انى اشهد انک انت اللّٰه لا اله الا
انت وحدک لا شريک لک وان محمدا عبدک
ورسولک صلى اللّٰه عليه و سلم فلا تكلنى الى نفسى
تقربنى من الشرو تبعد نى من الخير و انا لا اثق الا

برحمتک فاجعل لی عهدا عندک تو فیته ا لقیا مة انک لا تخلف المیعاد ☆

আল্লাহতায়ালার নাম কোরান শরিফের কোন আয়ত বা ছুরা কালি দ্বারা কাফনে লিখিয়া দেওয়া জায়েজ নহে, কেননা পুঁজ ও রক্তদ্বারা উক্ত লিখিত বিষয় কলুষিত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা আছে। (শামি)।

(৬) মৃতকে গোরে রাখিবার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়িলে, মোনকের নকিরের ছওয়ালের জওয়াব ও গোর সঙ্কীর্ণতা সহজ হইয়া যাইবে ও কবরের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যাইবে। (শরহে বরজখ ও শরহে- ছাফারোছ-ছায়াদত)।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ وَ اَعِذْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبِهٖ وَصَعِّدْ رُوْحَه‘ وَ تَقَبَّلْهُ وَتَلَقَّاهُ مِنْكَ بِرُوْحٍ وَافْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ وَ اَبْدِلْ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ ☆

“আল্লাহুম্মা আজেরহো মিন আজাবেল কবরে অ-আজাবেন্নারে অ-আএজহো মিনাশ শয়তানের রাজিম। আল্লাহুম্মা জাফেল আরদা আন জামবি, অ-ছা'য়েদ রুহাহু অ-তাকাব্বালহো অতালাক্কাহো মিনকা বেরূহেন অফতাহ আবওয়াবাছ ছামায়ে লেরুহেহি অ-আবদেল দারান খায়রাম মিন দারিহি।

(৭) লাশকে গোরে রাখিয়া উপস্থিত লোকেরা মৃতের মস্তকের দিক হইতে দুই হাতে মাটি লইয়া উহার উপর নিক্ষেপ করিবে। (দোর্রোল- মোখতার, জয়লয়ি ও আলমগিরি)।

প্রথমবারে মাটি নিক্ষেপ করার সময় তাহারা বলিবে—

مِنْهَا خَلَقْنَا كُمْ

"মিনহা খালাকনা কুম।"

দ্বিতীয় বারে বলিবে—

وَ فِيْهَا نُعِيْدُ كُمْ

"অফিহা নোয়ি' দোকুম।"

তৃতীয় বারে বলিবে—

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

" অমিনহা নোখরেজোকোম তারাতান ওখরা।"

ইহা আলমগিরি কেতাবে আছে।

কতক আলেম বলিয়াছেন প্রথমবারে বলিবে—

اَللّٰهُمَّ جَافَ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبِهٖ

"আল্লাহুম্মা জাফাল আরদা আন জানবিহি।"

দ্বিতীয় বারে বলিবে—

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ

"আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ আবওয়াবাছ ছামায়ে লেরুহেহী।"

যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে 'লেরুহেহী" স্থলে লেরুহেহা বলিবে।

তৃতীয় বারে মৃত পুরুষ লোক হইলে বলিবে—

اَللّٰهُمَّ زَوِّجْهُ مِنْ حُوْرِ الْعِيْنِ

"আল্লাহুম্মা জাওবেজহু মিন্ হুরেল ঈ'ন।"

আর স্ত্রীলোক হইলে বলিবে—

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

"আল্লাহুম্মা আদখেলহাল জান্নাতা বেরাহমাতেকা ইয়া আর হামার-রাহেমিন।"

ইহা খাজানাতোর রেওয়াতে আছে।

(৮) তাহাকে দফন করার সময় বলিবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اَنْ لَّا تُعَذِّبَ هٰذَا الْمَيِّتِ ☆

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আছয়ালোকা বেহাক্কে মোহাম্মাদের রাছুলিল্লাহে আনলা তোয়'জ্জেবা হাজাল মাইয়েতে। মাটি নিক্ষেপ করার সময় বলিবে—

اَللّٰهُمَّ اَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

আল্লাহুম্মা আ-জেরহা মিনাশ শায়তানে অ-মেন আজাবেল কাবরে।

ইহা খাজানাতোর রেওয়াএত ও শরহোছ ছদুরে আছে।

(৯) মৃতের দফনের পরে তাহার কোন পরহেজগার আত্মীয় বা বন্ধু তাহার বক্ষের বরাবার দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নোক্ত প্রকার দোওয়া তালকিন করিবে—

এই দ্বীনহীন গ্রন্থকার উপরোক্ত তরিকা সমূহ ফুরফু
কোতবোল আকতাব, গওসোল আগওয়াস হজরত মাওলা
আবুবকর সাহেব হইতে বয়য়ত লাভ করিয়াছে।

সমাপ্ত

করে, তখন দুইজন সাক্ষী উপস্থিত না থাকিলেও ঐ নিকাহ জায়েজ হইয়া যাইবে, কিন্তু যদি উক্ত কন্যা নিকাহ অন্তে উক্ত নিকাহ অস্বীকার করে, ওকালতের প্রমাণ অভাবে শরার কাজির নিকট উক্ত নিকাহ অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। (শামি, বাহারোর-রায়েক ও আলমগিরি)।

পাঠক, এই হিসাবে ওকালত গ্রহণ কালেও দুইজন সাক্ষীর উপস্থিত কর্ত্তব্য।

সাক্ষীদ্বয়ের নিকট কন্যাটির পরিচিতা হওয়া আবশ্যক, যদি কন্যাটির অনুপস্থিতিতে উকিল সাক্ষীদ্বয়ের সমক্ষে নিকাহ করাইয়া দেয় এবং কন্যাটি তাহাদের নিকট পরিচিতা হয়, তবে উকিল কেবল কন্যার নাম লইলেই নিকাহ সিদ্ধ হইবে। আর যদি কন্যাটি সাক্ষীগণের পরিচিতা না হয়, তবে উকিলকে তাহার নাম তাহার পিতার নাম ও তাহার দাদার নাম প্রকাশ করিতে হইবে, নচেৎ উহা সিদ্ধ হইবে না।

যদি অলি ভ্রম বশতঃ কন্যার নাম না লইয়া অন্যের নাম করে, তবে উক্ত নিকাহ জায়েজ হইবে না যদি পিতা বড় কন্যার নাম ভুলিয়া ছোট কন্যার নাম উচ্চারণ করে তবে ছোট কন্যার সহিত নিকাহ হইয়া যাইবে। (বাহারোর-রায়েক ও শামী)।

যদি ফার্সি বা অন্য ভাষায় নিকাহ পড়ান হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে। যদি আরবি ভাষায় নিকাহ পড়ান হয়, কিন্তু উহার অক্ষর বিকৃতি করা হয়, তবে উক্ত নিকাহ জায়েজ হইবে না। (দোর্রোল- মোখতার)।

আল্লামা রামালি বলেন যে, উক্ত অবস্থায় নিকাহ জায়েজ হইবে। (শামি)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

।। বালেগ পুত্র ও বালেগা কন্যার নিকাহ বিবরণ ।।

পুত্রের অবস্থা অনুসারে দেনমোহর নির্দ্ধারিত করতঃ একজন পরহেজগার বালেগ বুদ্ধিমান উকিল ও ঐ প্রকার গুণসম্পন্ন দুইজন সাক্ষী কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, অমুক গ্রামের অমুকের পুত্র অমুকের পৌত্র অমুক এত টাকা দেনমোহরে তোমার সহিত বিবাহ করিতে উপস্থিত হইয়াছে তুমি রাজী